ইসলাম কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ

মোহাম্মদ কুতুব

ইসলাম
কমিউনিজম ও
পুঁজিবাদ

মূল :—মুহম্মদ কুতুব
অনুবাদ :—সিদ্দিক আহমদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

২৬ শে মার্চ, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত।

ইসলাম
কমিউনিজম ও
পুঁজিবাদ

মূল : মুহম্মদ কুতুব
অনুবাদ : সিদ্দিক আহমদ

ই, ফা, প্রকাশনা—২১৭

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ,—১৯৮০
ফাল্গুন,—১৩৮৬
রবিউস সানী,—১৪০০

প্রকাশনায় :
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-এর পক্ষে
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা—২

মুদ্রণে :
মদীনা প্রিণ্টার্স
৩১, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা—১

মূল্য : ২'৫০

ISLAM COMMUNISM O PUNJIBAD : Islam Communism and Capitalism-written by Md. Qutub and translated by Siddiq Ahmed into Bengali and Published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the Independance Day the 26th March 1980.
Price : Tk. 2.50

প্রকাশকের কথা

জাগতিক উন্নতির এই চরম প্রতিযোগিতার যুগে সাফল্য অর্জন করার জন্য বহু রকমের 'ইজম'-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কে কতটা সাফল্য অর্জন করেছে তা নির্ণয় করার মাপকাঠি পাওয়া ভার। অনেকে জাগতিক সাফল্য অর্জন করে মনের শান্তি হারিয়েছে। আবার অনেকে মত প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গুমরে মরছে। এর কোনটাই মানব জীবনের কাম্য হতে পারে না। জাগতিক উন্নতি কেউ অস্বীকার করে না। জাগতিক উন্নতির জোয়ারে মানুষের মন-মানসিকতা স্থবির হওয়ার পক্ষেও কেউ সায় দেবে না। আত্মিক উন্নতির পথকে রুদ্ধ করে জাগতিক উন্নতির প্রচেষ্টা তাই কোনভাবেই মানব জীবনের কাম্য হতে পারে না। আত্মিক উন্নতি এবং তার পাশাপাশি জাগতিক উন্নতির যে পন্থা ইসলাম নির্দেশ করেছে তা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন প্রয়োজন হ'ল ইসলাম নির্দেশিত পথকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন 'ইজম' সম্পর্কেও নানা রকমের বাক-বিতণ্ডা রয়েছে। আমাদের সমস্যা সমাধানে আমরা কোন পথের অনুসরণ করব, সে সম্পর্কে মুহম্মদ কুতুবের ইসলাম, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ পথ নির্দেশের ভূমিকা পালন করতে পারে মনে করে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হ'ল।

ভূমিকা

কমিউনিজম বলিতে আমাদেরকে বুঝানো হয় এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার কথা—যেখানে কোন হানাহানি নাই, নাই কোন অভাব অভিযোগ, যেখানে সকলেই সমান; কাজ করিতে হইবে সমান তালে আর উপভোগ করিবে তেমনি। খাওয়া-পরার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কোন চিন্তাভাবনা কাহারও করিতে হইবে না। ব্যক্তি চিন্তার যেহেতু প্রয়োজন নাই সেইজন্য ব্যক্তিগত মালিকানারও বিলুপ্তি ঘটিবে। সমস্ত সম্পত্তির মালিক থাকিবে রাষ্ট্র। ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টি কথাটাই বড় হইয়া দেখা দেয় সেই সমাজে।

কিন্তু ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম মতাবলম্বীরাও পূর্ণ মত ও পথ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কমিউনিষ্টপন্থী রাষ্ট্রে তাহা সম্ভব হয় না। মার্কস্‌বাদী কোন রাষ্ট্রেই মার্কসবাদ বিরোধী কোন মত বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এ যাবৎ বরদাশ্‌ত করা হয় নাই। আর সম্ভাবনা আছে এমনও মনে হয়না। ইসলাম ধর্ম অশেষ নির্যাতিত অবস্থায় সেইসব দেশে বিদ্যমান। পাশাপাশি অন্যান্য-ধর্মের অবস্থাও তথৈবচ।

ইসলামে প্রত্যেকটি কাজই নীতি সমর্থিত হওয়া চাই। কিন্তু কমিউনিজম শুধু উদ্দেশ্যের সফলতা আশা করে, অনুসৃত পথ যত হীনই হোক না কেন। ইসলাম স্বভাব-ধর্মী, কমিউনিজম বস্তুধর্মী ও সম্পূর্ণ কৃত্রিম। ব্যক্তি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলাম সহায়তা করে, কিন্তু কমিউনিজম ব্যক্তি জীবনের খণ্ডাংশের উপরে আলোচনা চালায়। একজন মুসলমান জীবন শুরু করে সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যের ও ইংগিতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আর কমিউনিজম শুরু করে তার বাহুবল ও হাতিয়ারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিয়া। একজন মুসলমান তার সর্বস্ব আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। কিন্তু কমিউনিষ্ট শাসনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সমস্ত কিছুই ছাড়িতে হয় রাষ্ট্রকে।

মার্কসের চিন্তাধারা রুগ্ন সমাজের পক্ষে কাজ করে আফিমের, কিন্তু সুস্থদেহে তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয়না। ক্ষণস্থায়ী জীবন সর্বস্ব এই ধারণা কোন চিন্তাবিদই মানিয়া নিতে পারেনা। সাময়িক আবেগে

সৃষ্টিকর্তা, অধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করা চলে, উপহাস করা যায়, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাকে কোন লোক অস্বীকার করিতে পারে না আর পারিবেও না কোন দিন। অথচ কলমের এক খোঁচায় মার্কসবাদ হইতে চিরদিনের জন্য ইহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে মার্কসবাদ প্রসারলাভ করিয়াছে সেই দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আইনের রক্তচক্ষুতে ভীত ও সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নাই। কমিউনিষ্ট সরকার কোন বিরোধী দলকে প্রশ্রয় দেয়না। সেখানে সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা হইতে শুরু করিয়া সকল রকমের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

দেশে কমিউনিজম প্রবর্তিত হইলেই দেশটা একটা স্বর্গে পরিণত হইবে —এমন ভাবা অন্যায়। এই সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। লেলিনের অনেক লেখায় কমরেড রায়ের উল্লেখ আছে। ১৯৩০ সালের পরে তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদের উপর আস্থা হারাইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড রায় বলেন, 'রুশ দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলে মেহনতী মানুষের জন্য যে স্বর্গ তৈরী হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা হয় নাই। না বলিয়া পরিতেছিনা যে, রুশ দেশের সর্বহারারা আজ পর্যন্তও সেই স্বর্গের সন্ধান পায় নাই; অবশ্যই নেতৃবৃন্দের দিন ফিরিয়াছে—সকলেই বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরী করিয়াছে,...কিন্তু মুক্ত বুদ্ধির স্থান সেখানে নাই।'

শুধু ইহাই নয়, কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম দেশে দেশে মানুষকে ভাত কাপড়ের যে মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছিল তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম দ্বারাই সমাজে একমাত্র সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব; ইহা ছাড়া আর কোন কিছুতেই নয়। পবিত্র কোরআন যদি আমাদের পথ প্রদর্শক হয়, আমরা যদি সেই সুমহান পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, তবে বাঁচিয়া থাকিতে আর কোন ইজমের প্রয়োজন হইবে না।

মার্কসবাদ তথা কমিউনিজম আমাদের দৈনন্দিন সকল সমস্যার সমাধান করিবে ইহা ভাবা শুধু অন্যায়ই নয় একটা অপরাধও। ধর্মকে বিসর্জন দিয়া শান্তি সুখ আশা করা খুবই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তদুপরি মুসলিম বিশ্বে, মুসলমান রাষ্ট্রে—বিশেষ করিয়া সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশে বাস করিয়া কমিউনিজমের কথা চিন্তা করা কতটুকু যুক্তিসংগত তাহা বিবেচনার জন্য মুহম্মদ কুতুব সাহেবের ইসলাম, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ পুস্তিকাটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ দিবে বলিয়া আমার ধারণা। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের খেদমতে বইটির বাংলা অনুবাদ উপস্থাপিত করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বাংলাদেশের জনগণ এই বইয়ের মারফত উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

—অনুবাদক

ইসলাম ও কমিউনিজম

ইসলাম ও কমিউনিজম

"মানব জীবনে যাহা উত্তম, সুস্থ নির্দ্দেশ ও কাম্য তাহাই ইসলাম। ইহা সর্ব কালের সর্ব যুগের লোকের এবং সকল সমাজের ধর্ম। কিন্তু বিগত চারি শতাব্দী যাবৎ ইসলামী জগতে অবনতির এক অপরিবর্তনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। ইসলামী আইনের যে অংশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচিত হইয়াছে সেই অংশের চর্চা ও বাস্তবায়ন অচল অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের উন্নত চিন্তা ধারাকে ত্রুটি মুক্ত করার জন্য ইসলামকে কেন আঁকড়াইয়া ধরিব না? আমাদের উন্নতি এবং চিন্তাধারা বিশুদ্ধকরণের জন্য ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থার ভারসাম্য পূর্ণরূপে গ্রহণ এবং অর্থনৈতিকরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য আত্ম পর্যালোচনা করা আমাদের সকলেরই একান্ত নেহায়েত প্রয়োজন নয় কি?

এইরূপে আমরা আমাদের নৈতিকতা, সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিকে মাত্র বজায় রাখিতে পারিব, তাহা নহে? তদুপরি এতদসঙ্গে বর্তমান যুগের অতি আধুনিক একটি কার্যকরী অর্থনীতি গ্রহণ করিয়া আমাদের আর্থিক সমস্যাবলী নিরাকরণ করা একান্ত অপরিহার্য।

বহুদিন যাবত কমিউনিষ্টগণ পূর্ব দেশীয় ইসলামের জনগণের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করিতে থাকে এবং ইসলামের সঠিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে নানা ধরনের কল্পিত কাহিনীতে সন্দেহের মনোভাব ছড়াইতে সর্বদা তৎপর থাকে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের এই প্রচারণা ইসলামের প্রতি মুসলিমদের আশক্তি বরং বাড়াইয়া তুলিতেছে, তখন তাহারা তাহাদের কলাকৌশলের এই পন্থা পরিবর্তন করিয়া প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। 'তাহারা এই যুক্তিও প্রদর্শন করিল যে কমিউনিজম মোটেই ইসলামের উপর হস্তক্ষেপ করেনা—কারণ ইহা মূলতঃ সামাজিক সুবিচারের উপর একটি নাম মাত্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন যাত্রানির্বাহের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য রাষ্ট্র সরকারের দায়ীত্বের প্রতীক স্বরূপ। যেহেতু ইহা কমিউনিজমের (সাম্যবাদ) বিরোধী? এই অজুহাত দেখাইয়া কি বলিতে চায় যে, ইসলাম সামাজিক সুবিচার

বিরোধী? নিশ্চয়ই ইসলাম এরূপ একটি পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না, কেননা ইহা সামাজিক সুবিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপ নীতিহীন যুক্তি ঐ যুক্তিরই অনুরূপ, যে যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিল ইতিপূর্বেকার সাম্রাজ্যবাদীগণ। তাহারা ইসলামকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এরূপ প্রকাশ্য আক্রমণ মুসলিমদিগকে নিজেদের আত্মরক্ষার প্রহরায় তৎপর করিয়া তুলিতেছে এবং তাহারা সতর্ক হইয়া গিয়াছে, তখন কমিউনিষ্টগণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, প্রাচ্যে মাত্র সভ্যতা বিস্তারের জন্যই প্রতীচ্য আগ্রহশীল। ইসলাম নিজেই সভ্যতার জন্মদাতা হইয়াও কেমন করিয়া সভ্যতা প্রচারের বিরোধী হইতে পারে?' তাহারা মুসলিমদিগকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, "মুসলমানগণ তাহাদের নামাজ, রোজা এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করিয়াও এই পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারে।" কিন্তু কমিউনিষ্টদের অন্তরে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, যদি মুসলিমগণ একবার পশ্চিম দেশীয় সভ্যতায় নিমজ্জিত হইয়া যায়—তাহা হইলে আর তাহারা তাহাদের ইসলামী চরিত্র ও ভাবধারা কখনো বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে না। আর তারই ফলে অল্প কয়েক পুরুষের মধ্যেই উক্ত পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা চিরকালের জন্য স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তখন মুসলিমগণ সমূলে ইসলামকে ভুলিয়া যাইবে। তাহাদের এই ধারণা বাস্তবে সত্যই প্রমাণিত হইল। কেননা, কিছু দিন পরই দেখা গেল যে, মুসলিমদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইল যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তাহারা ইসলাম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ও যুক্তি শূন্য হইয়াই ইসলাম হইতে বিচ্যুত হওয়ার ধারণা পোষণ করিত।

এহেন প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার আশ্রয় কমিউনিষ্টগণ অদ্যাবধি নিতেছে। কমিউনিষ্টগণ বলে যে মুসলিম—মুসলিমই থাকিতে পারে—ধর্মীয় কার্যাদিও সুসম্পন্ন করিতে পারে অথচ অর্থনীতি হিসাবে কমিউনিজম (সাম্যবাদ) গ্রহণ করিতে পারে। কেননা কমিউনিজম তাহাদের ধর্মে মোটেই হস্তক্ষেপ করে না। এমতাবস্থায় কেন তাহারা কমিউনিজম গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে? কিন্তু এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, যদি মুসলমানগণ একবার

কমিউনিজমের প্রলোভনের খপ্পরে পড়িয়া যায় তবে তাহারা আর মুসলিম থাকিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় তাহারা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজদিগকে স্বকীয় জীবন-দর্শনের (তথা স্বকীয় জীবনযাত্রার ধারা অনুসারে) ধারায় গড়িয়া তুলিবে এবং ইসলামের আনুসঙ্গিক সকল বিষয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ধ্বংস সাধন করিবে।

কেননা, আমরা যে যুগে বসবাস করিতেছি, তাহা দ্রুতগামী ও সবেগে পরিবর্তনশীল যুগ। এই যুগে বৃহৎ পরিবর্তন অতি সহজে অতি অল্প সময়ে সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এমন মুসলিমও আছে যাহারা নিজদিগকে এরূপ কৃত্রিম যুক্তির দ্বারা প্রতারিত হইতে দেয়; যেহেতু মুসলিম রূপে ইহা অন্ততঃপক্ষে তাহাদের অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদনে কঠোর পরিশ্রম হইতে বাঁচিবার অজুহাত যোগায়। ইহা নিজেদের মনগড়া পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয় কি? এই নীতিতে তাহারা বসিয়া আলস্যের স্বপ্ন দেখিয়া অন্যের দ্বারা নিজদিগকে পরিচালিত করে।

এক্ষেত্রে আমরা জোরের সহিত বলিতে চাই যে, নীতিগতভাবে ইসলাম এমন কোন প্রচলিত নিয়মকে বাধা দেয় না যাহা মৌলিকভাবে ইহার নীতি-বিরুদ্ধ নহে এবং মুসলিম জাতিকে যে সকল সমস্যা তাহাদের জীবন যাত্রার পরিবর্তিত অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, সেইগুলির সমাধান কার্যের সহায়ক হয়। প্রকৃত কথা এই যে, যদিও কমিউনিজম উপরে কোন কোন বিষয় ইসলামের সহিত সাদৃশ্য রাখে তথাপি কমিউনিজম মোটেই প্রকাশ্যভাবে ইসলামী ভাবধারার সম্মুখীন হয় না। যাহার পূর্ব হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতির অধিকারী —সেই মুসলিম সমাজ ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া কমিউনিজম পুঁজিবাদ বা জড়বাদী সমাজতন্ত্র কোনরূপেই গ্রহণ করিতে পারে না। যদিও কোন কোন বিষয়ে এইগুলি ইসলামের সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এগুলি ইসলামের সহিত মোটেই মিলে না। কেননা, আল্লাহতায়ালা প্রকাশ্যভাবে আদেশ করিয়াছেন, "আল্লাহ যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা না করিয়া যাহারা কোন বিষয়ের মীমাংসা বা যৌক্তিকতা বিচার করে তাহারা অবিশ্বাসী (বেঈমান)।" [কোর-আন (৫:৪৭)] সত্য সত্যই কি আমরা কমিউনিজম গ্রহণ করিয়াও মুসলিম রূপে জীবন ধারণ করিতে পারি? ইহার উত্তর একটি 'না' বলিলেই যথেষ্ট

হইবে। কেননা যখন আমরা কমিউনিজম ভুলক্রমেই হউক বা অসাধুভাবেই হউক ভাবি যে, ইহা মতবাদ এবং আচারগত উভয় প্রকারই ইসলামের বিরোধী। ইহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য যেহেতু সমর্থনও করা যায় না অথবা পরিত্যাগও করা যায় না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হইতে পরিস্কার ভাবেই বুঝা যাইবে যে উভয়টিই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বি ঃ—

(১ম) কমিউনিজম নিছক জড়বাদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই স্বীকার করে না। ইহা বলে যে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না তাহার কোন সত্বা বা অস্তিত্ব নাই; তাহা অলীক, অর্থহীন এবং তাহার কোন অস্তিত্বই নাই—যদিই বা ইহার অস্তিত্ব থাকে তবে ইহা লইয়া বিব্রত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এঞ্জেস বলেন "এই পৃথিবীতে পদার্থই মাত্র প্রকৃত।" জড়বাদীগণের যুক্তি এই, "মানবীয় যুক্তি জড় পদার্থের বিকাশ মাত্র—ইহা প্রতিফলিত করে ইহার চতুর্দিকে অবস্থান রত জড় পদার্থের পরিবেশকে।" তাহারা বলে যে, যাহাকে আত্মা বলা হয় তাহার কোন নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব নাই বরং ইহা বিভিন্ন পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন দ্রব্য।" অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, কমিউনিজম নিছক জড়বাদী ভাবতত্ব যাহা সকল প্রকার আধ্যাত্ববাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করে। ইসলামী ভাবধারা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে মানবীয় কর্মময় জীবন ক্ষেত্রের—এরূপ অবনত অবস্থাকে অপ্রশস্ততাকে অথবা মানুষকে অস্তিত্বের এত নিম্নস্তরে টানিয়া আনিতে। ইসলামী ভাবধারা মানুষকে বরং এমন একটি জীবরূপে দেখে যাহা আধ্যাত্ব এবং চিন্তারাজ্যের অতি উচ্চস্তরে বিচরণ করিতে আকাঙ্খা পোষণ করে —যদিও যে এই মাটির পৃথিবীতে একটি জড়দেহ লইয়া বিচরণ করে। কার্ল-মার্ক্সের দাবী মোতাবেক মানবের চাহিদা মতে খাদ্য, আশ্রয় স্থান এবং যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতাতেই সীমাবদ্ধ। ইসলাম ইহা আদৌ স্বীকার করে না। কোন কোন পাঠকের মনে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই জড়বাদী দর্শন কিরূপে আমাদের উপর ক্রিয়া বিকাশ করিতে পারে—যে ক্ষেত্রে ইহার উপর হস্তক্ষেপ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা কমিউনিজমের অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করিব অথচ আমাদের সকল মৌলিক কৃষ্টি আমাদের উপাস্য আল্লাহ, আমাদের ফেরেস্তা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক

রীতিনীতি বজায় রাখিব। যদিই বা আমরা কমিউনিজমের অর্থনীতির আনু-ষ্ঠানিক অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করি তাহা হইলে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর ইহা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, যেহেতু কমিউনিজমের অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক অংশ উক্ত বিষয়গুলি হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব সহ একটি পৃথক বস্তু। কেহ যেন এই বিভ্রান্তির প্রহেলিকায় পতিত না হয়; কেন না কমিউনিষ্টদের মতে অর্থনৈতিক ধারার সহিত মৌলিক কৃষ্টি ভাবধারা এবং মানব জাতির জীবন ধারার দৃষ্টিভঙ্গীর একটি দৃঢ় ঐক্য বর্তমান আছে। এইগুলির উপর পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করা যায় না—ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; কেননা এইগুলি একই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থিত যাহা নিছক জড়বাদী জীবন দর্শনে উন্নীত হইয়াছে। ইহা কমিউনিষ্ট অগ্রদূত এঞ্জেস্ এবং মার্ক্স তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ সমুহে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কমিউনিষ্টগণ আঞ্চলিক জড়বাদেও বিশ্বাস রাখে। তাহারা বলে যে ইহা দুই বিপরীতের (ধনবান ও ধনহীন অর্থাৎ পুঁজিদাতাগণ ও শ্রমিকগণ) সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্বই ইহার মল (যদিও বিশ্বাস ঘাতক) কারণ। এই দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক এবং মানবীয় উন্নতির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল আছে—যে উন্নতি প্রাথমিক কমিউ-নিষ্ট যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জাতি এ পর্যন্ত লাভ করিয়াছে—প্রথমে দায়িত্ব, সামন্ত প্রথা, তৎপর পুঁজিবাদ এবং অবশেষে কমিউনিষ্ট যুগে পৌঁছি-য়াছে। ইহা এই আঞ্চলিক জড়বাদ যাহার সাহায্যে তাহাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে এবং আধুনিক ভাববাদী দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে কমিউ-নিজমের বিজয়ী রূপে নিষ্ক্রমণ প্রমাণ করে। তাহারা দাবী করে যে, কমিউ-নিজম এবং আঞ্চলিক জড়বাদের মূল সূত্রের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে—ইহার মধ্যে আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তা বা তাঁহাদের সুসংবাদের ধারণা করার মোটেই স্থান যাই। তাহারা ঔদ্ধত্যের সহিত ভাবে যে এই সকলের সমস্তই মাত্র আভ্যন্তরীণ জড় পদার্থসমূহের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সংঘর্ষ হইতে উৎপন্ন শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে জড়-পদার্থসমূহের সমবায়ে বা সংঘর্ষের ফলে ইহাদের উদ্ভব তাহাদের সংশ্রব ব্যতীত পৃথক ও এককভাবে ইহাদের কোন অর্থ বা তাৎপর্য নাই।

এইরূপ হইলে এইগুলি মানুষের জীবন ক্ষেত্রে নিজেদের সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে এবং জীবনের ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা নিরূপণ কার্যে অথবা জীবনের

প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণে একেবারেই অসমর্থ। ইহার বৈশিষ্ট্যের একমাত্র উপাদান উৎপাদনের উপায় যাহার পরিবর্তন সমগ্র মানবীয় অস্তিত্বের উপর ক্রিয়াশীল হয় এবং ইহাতে আবর্তন ও পরিবর্তন ঘটায়।

মানবীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা যথেষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় এই বিষয়টির দ্বারা—যে ইহা দিতে পারে না যথাযথ ব্যাখ্যা ঐ বিরাট আন্দোলনের যাহা ইসলাম দ্বারা আরবে সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত আন্দোলনের আবির্ভাব দ্বারা আরব উপদ্বীপে এমন কি সমগ্র ইসলামী জগতেও অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপায়ের কোন পরিবর্তন দেখাইয়া দিতে পারে না। যাহা দ্বারা দেখান যাইত যে পৃথিবীর ঐ অংশে উক্ত পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল জীবন যাত্রায় সম্পূর্ণ এক নূতন ধারা লইয়া!

ইসলাম এবং কমিউনিজম যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ধর্মী মতবাদ, ইহা দেখাইবার জন্য উপরোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট। তবে দুইটিকেই এক বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে?

মুসলিমগণ বিশ্বাস রাখে আল্লাহর অসীম বদান্যতা ও অনুগ্রহের উপর যে বদান্যতা ও অনুগ্রহ জাতির সমস্ত প্রাণী উপরই ব্যপ্ত। মুসলিম আরও বিশ্বাস করে যে, তিনিই আল্লাহতায়ালা যিনি তাঁহার পয়গম্বরগণকে মানব জাতির নিকট পাঠাইয়া ছিলেন তাহাদিগকে সঠিক ও সরল পথে পরি-চালিত করার জন্য। মুসলিমগণ ইহাও বিশ্বাস করে যে, ইসলাম অর্থ-নৈতিক সংকটের অধীন নহে, বরঞ্চ এই ভাবধারা হইতে বহু উচ্চে বিচরণ করে! এমতাবস্থায় এই মুসলিমগণ কি করিয়া যুক্তির আশায় সেই কমিউনিজম গ্রহণ করিতে পারে? যে কমিউনিজম দাবী করে যে, মানবজাতির সমস্ত উন্নতি নির্দ্ধারিত হয় একমাত্র বিভিন্ন শক্তির আভ্যন্তরীণ গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের চাপের অস্তিত্ব ব্যতীত, আল্লাহর ইচ্ছার বা অন্যকোন বস্তুর বা অন্য কাহারও নেতৃত্বের স্থান নাই।

দ্বিতীয়তঃ—কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গীর মতে মানুষ একটি নিষ্ক্রিয় জীবমাত্র—জড় এবং প্রয়োজনের শক্তির সম্মুখে যাহার ইচ্ছার কোন মূল্য নাই। কার্ল মার্কস বলিয়াছেন যে "জড় অস্তিত্বের উৎপত্তির প্রণালী সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। ইহা মানুষের চেতনা শক্তি নহে, যাহা তাহার অস্তিত্বের বোধ জন্মায়, কিন্তু

বিপরীতক্রমে ইহা তাহাদের সংঘবদ্ধ অবস্থান যাহা তাহার চেতনাবোধ জন্মায়।"

অপর পক্ষে আমরা ইসলামে দেখিতে পাই যে, মানুষকে তাহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার (যাহা একমাত্র আল্লাহতালার ইচ্ছার অধীন) সহিত একটি ক্রিয়াশীল জীব বলিয়া গণ্য করা হয়। কোরআনে বলা হইয়াছে—"তিনি তোমাদের অধীন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে, আকাশে এবং পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার সমস্তই।" [৪৫:১৩] এইরূপ ইসলাম পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দেয় যে, পৃথিবীর জড় এবং প্রয়োজনীয় শক্তি যাহা মানুষের আদেশ পালন করিতে আল্লাহর দ্বারা নিয়োজিত আছে তাহার অধিকার (আল্লাহতায়ালা হইতে) লাভ করিয়া মানুষই পৃথিবীতে উচ্চতম শক্তি এবং উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে ইসলাম নিজেই একটি উদাহরণ। ইহার ক্রমোন্নতি সীমাবদ্ধ বা পরিচালিত হয় নাই কোন আঞ্চলিক জড়বাদ দ্বারা। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করেন নাই যে তাহার ভাগ্য গড়িয়া তোলার কার্যে একমাত্র তাহার জড় অস্তিত্বই চূড়ান্ত জীবনাভিনয় সম্পাদন করে অথবা ইহা যে অন্য কিছু তাহার চেতনার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে-যেরূপ মার্কস বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ঐ মুসলিমগণ সজ্ঞানেই তাহাদের কর্তব্যে রূপ দান করিত—আল্লাহ এবং তাঁহার প্রেরিত পয়গম্বরগণের নির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের সমস্ত পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধকে, ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া। তাঁহারা কৃতদাসদিগকে মুক্তিদান করিতেন বস্তুগত লাভের আশা না করিয়াই অথবা অবস্থার কোন চাপে না পড়িয়া। তাঁহারা তাহাদের বাসভূমিতে সামন্ত প্রথার অস্তিত্ব কখনও দেখেন নাই—যদিও এই প্রথা ইউরোপে এবং সারা পৃথিবী জুড়িয়া কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত ছিল।

কমিউনিজমের অর্থনীতি গ্রহণ অনিবার্যভাবেই সাম্যবাদ দর্শন গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ করিবে। এই দর্শন মানুষকে অর্থনীতির শক্তিসমূহের খেলার পুতুলে পরিণত করে। এই শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছা শক্তি নিরপেক্ষ। ইহাদের গতিপথের পরিবর্তন নাই অথবা ইহারা ইহাদের কার্য-কলাপের উপর কোন প্রকারই ক্রিয়া প্রকাশ করে না—ইহা নিছক অসম্ভব, অতএব অচিন্তনীয়।

তৃতীয়তঃ—কোন অর্থনৈতিক প্রণালীকে ইহার পশ্চাতে যে দর্শন আছে তাহা হইতে বাদ দেওয়া অসম্ভব। যদি আমরা কমিউনিজমের অর্থনৈতিক কার্যসূচী গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদিগকে অনিবার্য ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এতদসঙ্গে উহার আনুক্রমিক সমাজ দর্শনকেও যাহা বলে যে সমাজই একমাত্র প্রকৃত বস্তু। সমাজের একটি অংশ ব্যতীত একক ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নাই। ইসলামে গৃহীত নীতি হইতে এই নীতি সম্পুর্ণ বিপরীত ধর্মী। কারণ ইসলাম ব্যক্তির উপর প্রগাঢ় গুরুত্ব দান করে এবং কার্য সম্পাদনে সমাজ হইতে ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির উপর অধিকতর নির্ভরশীল। ইসলাম মানুষকে অভ্যন্তর হইতে সত্য ও সূচী করিয়া আনে—যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে পারে সমাজের একজন সভ্যরূপে। এইরূপে ইসলাম মানুষকে তাহার নিজের ইচ্ছার সহিত সমাজের একজন সচেতন সভ্যপদে উন্নীত করে, যাহাতে সে তাহার কর্তব্য কর্ম ও কর্মস্থান স্বাধীনভাবে বাছিয়া লইতে পারে। যে রাজ্যের শাসন কর্তার হুকুম মানা সম্বন্ধে স্বাধীনতা রাখে অথবা অমান্য করার স্বাধীনতাও রাখে, যদি শাসন কর্তা, খোদাতায়ালার এবং ইসলামের প্রবর্তিত সীমারেখা লংঘন করে। এই-রূপে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাতির নৈতিক কার্যকলাপেরও একজন অভিভাবক পদে প্রতিষ্ঠিতকারী। তদুপরি সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মের মূলো-চ্ছেদ করারও দায়িত্বদান করে। কিন্তু কমিউনিষ্ট সমাজে যেখানে ব্যক্তিকে অপদার্থ বলিয়া পরিণত করা হয় তাহার ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয় সরকার দ্বারা। যেহেতু সরকার একাই নিয়ন্ত্রিত করে সর্ব্ববিধ আর্থিক উৎপাদনকে যেখানে স্পষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবিক কারণে উক্তরূপ অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না।

সর্বশেষে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কমিউনিজমের দর্শন এই ধারনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যে, বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সম্বন্ধের নিরূপণ বা গঠন ব্যাপারে একমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অস্বীকার করে না বা কম মূল্য প্রদান করে না মানব জীবনে অর্থনৈতিক উপাদানকে অথবা তুচ্ছ করে না একটি জাতির সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অটুট অর্থনীতিকে যাহাতে নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী উন্নতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু অর্থই যে, জীবনযাত্রার মূল ইহা ইসলাম

মোটেই স্বীকার করে না। ইসলাম ইহাও বিশ্বাস করে না যে যদি সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় তাহা হইলে ইহার ফল স্বরূপ অন্য সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি আরও পরিস্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য বাস্তব জীবনের কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করা যায়।

মনে করুন, দুইজন লোক আছে যাহারা সমাজে আর্থিক অবস্থার তুলনায় সমান সমান পর্য্যায়ভূক্ত। ইহাদের একজন ব্যাভিচারশক্তি ও পশু সুলভ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কার্যে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন এবং পূর্ণরূপে এই জঘন্য প্রবৃত্তির দাস। অন্যজনের সাংসারিক অবস্থা মোটামুটিভাবে সচ্ছল। এই-ব্যক্তি তাহার অধিকাংশ শক্তি ও সময় কিছু জ্ঞান বা দক্ষতা লাভ করিয়া মানবিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করার স্বার্থে ব্যয় করে। এই দুইজন যুবক ব্যক্তিকে কি সমান সমান বলিয়া ধরা যাইতে পারে? তাহাদের দুইয়ের অবস্থাই কি একই পর্য্যায়ের বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে? উভয়েই কি সমান সমান গুণবত্তা, উপযুক্ততা ও কৃতকার্যতা তাহাদের নিজ নিজ জীবন ক্ষেত্রে দেখাইতে পারে?

আমরা আরও দুইজন লোকের বিষয় আলোচনা ও বিবেচনা করিতে পারি—একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোক। লোকে তাহার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। অন্য একজন অকর্মন্য লোক, যাহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, সে তাহার পরিচিত সমাজে একটি হাস্যাস্পদ লোক মাত্র। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই :—প্রথমোক্ত ব্যক্তি আর্থিক সমস্যার সমাধানে 'ক পশ্চাদোক্ত ব্যক্তিকে কোনভাবে সাহায্য করিতে পারে? দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনযাত্রা কি প্রথমোক্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রার সমান গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

অন্য একটি উদাহরণ ধরা যাক—লাবন্য এবং সৌন্দর্যে বিভূষিত একজন স্ত্রীলোক কি লাবন্য ও সৌন্দর্য-বঞ্চিত আর একজন স্ত্রীলোকের সমকক্ষ হইতে পারে? আর্থিক বাধা নিরাকরণ কি উক্ত কুশ্রী স্ত্রীলোকটির অসুবিধা নিরাকরণের সহায়ক হইতে পারে?

যেহেতু ইসলাম মৌলিক যুক্তিবাদ আর্থিক মূল্যমানের উপর গুরুত্ব দান করে না বরং গুরুত্ব দান করে অ-আর্থিক মূল্যমানের উপর বিশেষ করিয়া

নৈতিক মূল্যমানের উপর। কেননা, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, অ-আর্থিক মূল্যমানই মানব জীবনের ভিত্তি রচনা করে। যথাবিহিত জীবন পরিচালনার জন্য—অন্ততঃপক্ষে যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহের দরকার হয় জীবনের নিছক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

অতএব ইহা গুরুত্ব প্রদান করে, আল্লাহতায়ালা ও মানুষের মধ্যে এক স্থায়ী ও চিরন্তন সম্বন্ধের উপর। কেননা, আল্লাহতায়ালা এবং মানুষের মধ্যে ইহাই সেই আধ্যাত্মিক বন্ধন, যে বন্ধন বাস্তব জীবনের নৈতিক মূল্যমানের পূর্ণ উন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা মানুষকে তাহার নিরস একঘেয়ে অবস্থান ক্ষেত্র হইতে—যেখানে সে জাগতিক প্রয়োজনের মোকাবিলায় অতিনগণ্য কৃতদাস সদৃশ্য এবং মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘৃণা ও তীব্র দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া বাস করে, যেখান হইতে উন্নিত করে এক উচ্চতর ক্ষেত্রে। যেখানে মানুষ জাগতিক লিপ্সা ও লোভ হইতে মুক্ত। যেখানে সে বিচরণ করে এমন এক জগতে যেস্থান পূন্য পবিত্রতা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এ ছাড়াও ইসলাম মানব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তিকে এক মৌলিক প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া থাকে—কেননা, মানবরূপে তাহার ভাগ্যের উপর শক্তিশালী প্রতিপত্তি প্রয়োগের বাহিরেও ইহা মানুষের একটি অতি মূল্যবান মর্য্যাদা। ইহার প্রতি যদি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় এবং যথাবিধি কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ইহা মানবসমাজ গঠন কার্যে,এমনকি অর্থনৈতিক শক্তিসহ একটি শক্তিরূপে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। বরঞ্চ ইহা সামাজিক বিবর্তন-ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যকরী শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্রিয়াশীল ও শক্তিশালীরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। মুসলিমগণ উপরোক্ত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য তাহাদের ইতিহাস হইতে প্রচুর প্রমাণ পাইতে পারে। অতএব আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) তদীয় শাসনকালের প্রথম দিকে ইসলাম ত্যাগীদের সংঘবদ্ধ ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখে অটলভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হযরত ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) মত লোকসহ সমস্ত মুসলিমগণ তাঁহার এই বিরাট শত্রুদলের বিরুদ্ধে নিজের অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া দণ্ডায়মান হওয়াকে সমর্থন করে নাই। তথাপি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কার্যে পশ্চাদপদ হন নাই। সমগ্র মুসলিমগণের অমত সত্বেও তিনি

অটল হইয়া রহিলেন পাহাড়ের মত এবং দেশজোড়া অগণিত শক্র দেখিয়াও তিনি পশ্চাপদ হইলেন না। তিনি এই অনুপ্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? ইহা কি কোন পার্থিব জড়শক্তি ছিল? অথবা ইহা কি ছিল অন্য কোন জড় শক্তিতে বলীয়ান হওয়া? কিম্বা ইহা কি কোন মানবীয় শক্তি ছিল যাহা এই কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল? নিশ্চয়ই এইগুলির কোনটিই ছিলনা—যাহা তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল অথবা জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল কি মানবীয় কোন শক্তি? যদি তিনি এইগুলির কোন একটিতে—বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে ইসলামের ইতিহাসের এমন এক শোচনীয় সন্ধিক্ষণে তিনি কখনও এরূপ অসম্ভবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহস পাইতেন না। ইহা ছিল একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি যাহা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে দান করিয়াছিল ইচ্ছা সংকল্পে দৃঢ়তা এবং সারা দেশজোড়া সংঘবদ্ধ বিদ্রোহীদের মোকাবিলা হইবার সাহস। এই বিদ্রোহীদল অবশেষে পরাজিত হইয়া পুনরায় পূর্বের মত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইসলাম বা মুসলিমদের সহিত বিবাদ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্বের ন্যায় প্রকৃত মুসলমানে পরিণত হইল। কিভাবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি জড় এবং আর্থিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহা মানব জাতির ইতিহাসের এক অতি চূড়ান্ত অধ্যায়—যাহা দেখাইয়াছে কিভাবে অবহিত আধ্যাত্মিক শক্তি জড় এবং বাহ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাসে ইহার অনুরূপ তুলনা বিরল।

ওমর বিন আবদুল আজীজের (রাঃ) সংশ্লিষ্ট ঘটনাও ইহার সমতুল্য। তিনি তাঁহার একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি বলে, প্রাথমিক ওমাইয়া শাসকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়হস্তে অবিচারের সংশোধন করিয়া কৃতকার্যতার সহিত সমাজকে পুনর্গঠিত করিয়া আভ্যন্তরীণ ইসলামী নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সংস্কার সংশোধনের ফলে তখনকার মুসলিম সাম্রাজ্যের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিলঃ তখন ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক সুন্দর আদর্শের আবির্ভাব হইয়াছিল—তখন সারা মুসলিম সমাজে দরিদ্র বা অভাবগ্রস্থ লোক পাওয়া যাইত।

যাই হউক, ইসলাম চূড়ান্ত গুরুত্ব দান করে আধ্যাত্মিক শক্তির উপর।

যাই হউক ইসলাম চূড়ান্ত গুরুত্ব দান করে আধ্যাত্মিক শক্তির উপর। কেননা ইসলাম চাহেনা মানুষকে বঞ্চিত করিতে ঐ মহৎ ও অলৌকিক দান হইতে যাহা বর্ষিত হইতে পারে মানবের উপর আল্লাহতালার অনুগ্রহে; যদিও সমসাময়িকভাবেই ইসলাম অলসভাবে বসিয়া থাকে না অথবা মানবের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্থিব উপায় অবলম্বন করাকে প্রত্যাখ্যানও করে না। অলৌকিক ঘটনা যে ঘটিতে পারে ইসলাম তাহা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে। বরঞ্চ ইসলামের পরিচালনা নীতি এই:—আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ ক্ষমতাবলে সীমাবদ্ধ করেন ঐ বিষয়কে যাহা কোরআন দ্বারা সীমাবদ্ধ।"

পক্ষান্তরে মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব যে আর্থিক প্রয়োজনের জন্য কমিউনিউজম প্রদর্শিত পথে গুরুত্ব প্রদান করিবে এবং তৎদিকে মনোযোগ দিবে নৈতিক মূল্যমানের দিকে অথবা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে। কারণ অতিমাত্র গুরুত্ব যাহা কমিউনিজম প্রদান করে অর্থকরী বিষয়ের উপর তাহা মাত্র একদিকের উন্নতির সহায়ক। ইহাতে তুলনা হইতে পারে মানুষের হৃদয়যন্ত্রের বা যকৃত যন্ত্রের বিবর্তনের সহিত, যাহার অনিবার্য ফল এই যে, ইহা উক্তরূপে মানবদেহে উৎপন্ন যন্ত্র বিবর্তন দ্বারা দেহের অন্যান্য অংশের উন্নতি ব্যাহত হইবে।

আমরা জানি যে, এ সম্পর্কে কোন লোক আছে, যাহারা ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে এরূপ দার্শনিক তুলনা করা পছন্দ করেনা—আমরা উপরে যেরূপ করিয়াছি সেরূপ। কারণ তাহারা বিশ্বাস করে যে এইরূপ কাল্পনিক (তথা দার্শনিক) আলোচনার কোন গুরুত্ব বা মূল্য নাই—বরং ইহা অনাবশ্যক বা নিষ্ফল। তাহাদের নিকট কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কার্যকরী বা বাস্তব সমস্যাবলীর মূল্য আছে। তাহারা বলে যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তব বিষয়বস্তুর উপর সম্ভবপর সকল গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে—কল্পিত বিষয়-সমূহের উপর নহে। তাহারা ভাবে যে, সব কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, যখন আমরা জীবনযাত্রার জন্য কোন একটা বাস্তব পন্থা অবলম্বন করি, তখন ইহা কার্যে পরিণত করা ব্যতীত, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এরূপ বিষয়ের জন্য বিরত হওয়া উচিৎ হইবে না। এই কারণেই বাস্তব জীবনে যে ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে তাহা তাহাদের ধারণায় আসে

না। তাহারা জোর করিয়াই বলে যে এরূপ সংঘর্ষ বাস্তব জীবনে কখনও ঘটিতে পারে না।

আমরা কমিউনিজমের ভাবধারা ও দার্শনিক মতবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছি। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, দুইটি মতবাদকে একক ভাবে দেখা যাইতে পারে না। যাই হোক এক্ষণি নিম্নে ইসলাম ও কমিউ-নিজম এই দুই এর মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছি ঃ—

(১) ইসলামের মতে নারীর প্রকৃত কর্তব্য হইল মানব জাতির সম্প্রসারণ করান। এতএব নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীকে গৃহত্যাগ করিয়া মিল কারখানা বা মাঠের কাজ করিতে ইসলাম কখনো উৎসাহিত করে না। যে ক্ষেত্রে তাহার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা নিকট আত্মীয়—ইহাদের কেহই না থাকে—সেই ক্ষেত্রের কথা পৃথক। কিন্তু কমিউনিজম নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছে কারখানায় বা মাঠে পুরুষের সমান সমান সময় কাজ করাকে। আমরা যদি, সাম্যবাদ-দর্শনের স্ত্রী-পুরুষের কার্যের বা শারীরিক গঠনের পার্থক্য স্বীকার না করি, সেই সাম্যবাদ দর্শনকে উপেক্ষাও করি তাহা হইলেও কমিউনিজমের অর্থনীতি ইহার নিজস্ব স্বভাব অনুসারে অধিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিবে। এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি তখনই সম্ভব হইবে যখন জাতির সমস্ত লোক স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কারখানা বা মাঠে যাইয়া কাজ করিবে। এমত অবস্থায় সমাজের পুরুষদের সমান সমান সময় ব্যাপিয়া কাজ করিতে হইবে নারীদিগকেও। রেহাই দেওয়া হইবে মাত্র প্রসবকালীন সময়টুকু। ইহার ফলে সন্তান-সন্ততিগুলি অন্যান্য বস্তুসম্ভারের মত যা কারখানায় উৎপন্ন হয়, রাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিপালিত হইবে।

অতএব যদি আমরা কমিউনিজমের অর্থনীতিটুকু গ্রহণ করি তাহা হইলে, ইহার অনিবার্য ফল এই হইবে যে, নারীরা বাড়ীর বাহিরে যাইয়া পুরুষদের সাথে সমপরিমাণ সময় ব্যাপিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবে। ফলে ইসলামের একটি মৌলিক দিক পরিবার বলিয়া কিছুই থাকিবেনা। এই পরিবারের উপরই ইসলামের নৈতিকতা ও অর্থনীতি নির্ভরশীল। ইহার ভিত্তিতে স্ত্রীলোক ঘরের এবং পুরুষ বাহিরের কাজ সম্পাদন করে। উপরোক্ত কমিউনিজমের নীতি গ্রহণ দ্বারা পরিবারের উপর কুঠারাঘাত হানা হইবে। যদি ইহা বলা হয় যে, স্ত্রীলোককে বাড়ীর বাহিরে যাইয়া কারখানা বা মাঠে কাজ করিতে

হইবেনা, তাহা হইলে ইহা কমিউনিজম এর সংরক্ষিত নীতির বিরোধী হইবে ; কারণ কমিউনিজম ইতিপূর্বেই এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে অধিক উৎপাদন স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই কমিউনিজম অর্থনীতি গ্রহণের আবশ্যকতা রাখেনা—কারণ কমিউনিষ্টগণ নিজেরাই বর্দ্ধিত উৎপাদন নীতি ইউরোপীয় পুঁজিবাদ হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা আর্থিক প্রয়োজনের জন্য অতি আধুনিক কৃষি ও শিল্প উৎপাদন করাকে কোন প্রকারেই নিষেধ করেনা।

(২) প্রোলেটারিয়েটের (নিম্ন শ্রেণীর) পূর্ণ পরিপুষ্ট একনায়কত্বের উপর কমিউনিজমের নীতি প্রতিষ্ঠিত—যাহার অর্থ এই যে, একমাত্র রাজ্য-সরকারই এককভাবে বিধান করে রাজ্যের বিভিন্ন নাগরিকগণের কর্তব্যের রুচি বা প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়া রাষ্ট্রের সকল চিন্তা, সকল কার্যবিধান, সকল সমাজ গঠন, এমন কি তাহাদের কৃতকার্যের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করাকে। ডিকটেটর বা একনায়ক একাই সকল কিছু নির্ধারণ করে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করার স্থান সেখানে নাই। এক্ষেত্রে আমাদিগকে একক শাসনকর্তা ও প্রোলেটারিয়েটের একনায়কত্বের তুলনা করিয়া দেখিতে দোষ কি ?

কোন রাজ্যের শাসন কর্তার (যেখানে একজন রাজা থাকেন) পক্ষে ইহা সম্ভব যদি তিনি সহানুভুতি সম্পন্ন, সৎ চরিত্র ও মহৎ হন এবং দেশের মানুষের মংগল সাধন যদি অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি সময়ে সময়ে কোন বিচারের মীমাংসা করার বা কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে নাগরিকগণের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করার প্রয়েজনীয়তা স্বীকার করিবেন। কিন্তু কমিউনিজমের একনায়কত্বের বেলায় উক্ত সম্ভাবনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারেনা। কেননা, উক্তরূপ পরামর্শ প্রথমেই কমিউনিজমের একমাত্র অর্থনীতির সহিত হইবে এবং তদনুসারে ঐরূপ উদ্দেশ্য সাধন হইবে লৌহ হস্তের সাহায্যে—এখানে সাহানুভূতি, সাধুতা বা দেশ-প্রেমের কোন স্থান নাই। ইহাই নিম্ন শ্রেণীর একনায়কত্বের আদেশ নামক দেশ-শাসন। এই একনায়কত্বের শাসন পদ্ধতিটি যে কিরূপ তাহা উপরে বর্ণিত আলোচনার দ্বারা বিশদভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উপরে কমিউনিজমের যে সব অসুবিধার কথা উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সহিত অন্য একটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করিতে পারি।

কমিউনিজমের কোন দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তি নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইহার মতবাদের সহিত কার্য সম্পাদনের সামঞ্জস্য থাকেনা। উদাহরণ স্বরূপ :—কমিউনিজমের মতবাদ অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মোটেই নাই। এই মতবাদ অনুসারে সকল সম্পত্তিই রাজ্য সরকারের। কমিউ-নিজমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন কর্মচারীদের পারিশ্রমিক সমান সমান বলিয়া দাবী করে। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া এই দাবীও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যেহেতু কমিউনিজম অচিরেই দেখিতে পাইল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কিছুটা অধিকার দেওয়া এবং কর্মচারীদিগকে উদ্যম ও পরিশ্রমের বিভিন্নতার অনুপাতে বেতন দেওয়া অধিকতর মংগল এবং সুবিধাজনক। অতএব এমতঅবস্থায় কমিউ-নিজম এই মতবাদের কিছুটা পরিবর্তন করিয়াছে। এইভাবে কার্লমার্ক্স দর্শনের দুইটি মূলনীতি কমিউনিজম পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের নীতিগত আদর্শের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

অতএব আমরা মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত এবং একমাত্র সত্যনীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন নীতি গ্রহণ করার কথা ভুলেও চিন্তা করিতে পারি না—যাহা গ্রহণ করিলে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিবে।

—০—

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ ইসলামী পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ইহার অভ্যুদয় হইয়াছে খৃষ্টধর্মের লীলাভূমি ইউরোপ ভূখণ্ডে। ইহার বিকাশও ঘটিয়াছিল ইউরোপে—যেখানে ছিল তৎকালে খৃষ্ট ধর্মের জয় জয়কার।

পুঁজিবাদ ইউরোপের খ্রীষ্টান ভূমিতে প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই ইসলামী জগতে অনুপ্রবেশ করে। অন্য কথায়, যখন ইউরোপের খৃষ্টান-জগত...ধন প্রতিপত্তি ও ক্ষমতায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত, সে সময়ে ইসলামী জগত দরিদ্রতা, মুর্খতা এবং অবনতির চরমসীমায় অবস্থিত। এই সময়ে পার্শ্ববর্তী ইউরোপের ধন-দৌলতের প্রলোভনে তথা পুঁজিবাদের মোহ প্রভাবে দারিদ্র-প্রপীড়িত ইসলামী-জগত প্রভাবিত হয়। তখন ইসলামী জগতের এক শ্রেণীর লোক ভাবিতে লাগিল যে, ইসলাম নিশ্চয়ই পুঁজিবাদকে সমর্থন করে—যদিও ইহার ভালমন্দ দুইটিদিকই আছে। তাহারা ইহাও দাবী করিত যে, ইসলামে এমন কোন আইন বা নীতির উল্লেখ নাই যাহা পুঁজিবাদের বিরোধী। তাহাদের যুক্তি এই ছিল যে, যেহেতু ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমোদন করে···সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদেরও অনুমোদন করিবে। কেননা ব্যক্তিগত ধন সম্পদ এবং পুঁজিবাদ একই বস্তু।

এই অভিযোগের উত্তরে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুঁজিবাদের জন্ম বা প্রগতি সুদ বা একচেটিয়া মওজুদদারী ব্যতীত সম্ভব নয়, আর সুদ অথবা একচেটিয়া মওজুদদারী উভয়ই ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। উভয়টিই সুসংবদ্ধ পুঁজিবাদের আবির্ভাবের এক হাজার বৎসর পূর্বে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গটি আমরা বিষদভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে—যদি পুঁজিবাদের জন্ম ইসলামী জগতে হইত তাহা হইলে ইসলাম পুঁজিবাদ হইতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবস্থায় কিভাবে হস্তক্ষেপ ও মীমাংসা করিত? কিভাবে ইসলামী আইন-কানুন, শ্রম ও উৎপাদনের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বিধান করিত? এমতাবস্থায় ইসলামে নিশ্চয়ই পরিষ্কার ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থা থাকিত?

কার্ল মার্ক্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে যাঁরা পুঁজিবাদের বিরোধী ছিলেন তাঁদের অভিমত এই যে, পুঁজিবাদ প্রথম ইউরোপেই প্রধানতঃ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তদানীন্তন সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল যতদিন পর্যন্ত পুঁজি এবং শ্রম উভয়ের সামঞ্জস্য বজায় ছিল। উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যাতায়াত ও পরিবহনের পথঘাট উন্নত ও সুগম হইয়াছিল এবং জাতীয় সম্পদ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করা হইত। শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ইতিপূর্বে যখন কেবলমাত্র কৃষি কার্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই সময়ে তাহাদের জীবনযাত্রা যে পর্যায়ের ছিল পুঁজিবাদের প্রাথমিক উন্নতির যুগে তাহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছিল।

কিন্তু এই গৌরবময় পরিস্থিতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। কারণ পুঁজি-বাদের স্বাভাবিক উন্নতির ফলে ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদের হস্তগত হইয়া গেল এবং শ্রমিকশ্রেণী অনুরূপভাবে রিক্তহস্ত নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিগণ ধনবলে বলীয়ান ও স্ফীত হইয়াছিল। অগণিত শ্রমিকশ্রেণী নিঃস্ব হইয়া অভাবের তাড়নায় হাহাকার করিতে লাগিল।

প্রভূত অর্থবলে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল, কিন্তু শ্রমিকদিগকে যে অল্প পারিশ্রমিক দেওয়া হইত তদ্বারা শ্রমিকগণ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছল জীবন-যাপন করিতে পারিত না। অপরদিকে মালিক লভ্যাংশের সম্পূর্ণই লইয়া যাইত এবং তদ্বারা বিলাসী, নীতিহীন ও সুখের জীবন-যাপন করিত।

এতদ্ব্যতীত যে সামান্য মজুরী দেওয়া হইত তাহাতে শ্রমিকশ্রেণী নিজ দেশের উৎপন্ন অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রও ক্রয় করিতে পারিত না। অতএব উৎপন্ন বস্তুর যে পরিমাণ নিজ দেশে বিক্রয় ও ব্যয় হইত তাহার অতিরিক্ত অংশ অবিক্রিত ও জমা হইয়া যাইত।

ইহার ফলে পুঁজিপতিরা নিজ দেশের বাহিরে অন্যান্য দেশে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নূতন নূতন বাজার খুঁজিত। যাহার ফলে উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টার উদ্ভব হইত। সকল পুঁজিপতি দেশই এইরূপ উপনিবেশ স্থাপন কার্যে তৎপর হইত যাহাতে তাহারা ঐ সকল দেশে পণ্যবিক্রয় ও কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী জাতি বা রাজ্যের মধ্যে উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় ও কাঁচামাল ক্রয়ের বাজার লইয়া অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিত

এই সকল প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের ফলে সর্বনাশা যুদ্ধের আবির্ভাব হইত। অধিকন্তু পুঁজিবাদকে সময়ে সময়ে শ্রমিকদিগকে অল্প পারিশ্রমিক দান এবং পৃথিবীর সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় অধিক উৎপাদন হইতে সাময়িক সংকটের সম্মুখীন হইতে হয়।

কোন কোন জড়বাদী প্রবক্তারা পুঁজিবাদ প্রথার সমস্ত সমস্যাকে পুঁজি খাটানোর প্রকারভেদের উপর নির্ভরশীল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এইরূপ উদ্ভট যুক্তির কারণ প্রদর্শনের অর্থ এই হয় যে, অর্থনীতির শক্তির সম্মুখে মানুষ তাহার আবেগ ও চিন্তার সহিত একটি অসহায় প্রাণী মাত্র, অর্থাৎ মানুষ অর্থনীতির শক্তিকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না।

ইহা সন্দেহাতীত যে, পুঁজিবাদের প্রাথমিক অবস্থায় পুঁজিবাদ প্রথার সাহায্যে প্রাপ্ত উত্তম এবং উন্নতিশীল ফললাভকে ইসলাম উৎসাহিত করিতে পারিত কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইসলাম পুঁজিবাদকে ইসলামী আইন শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে না আনিয়া ছাড়িত না। সেরূপ করিলে ইসলাম পুঁজিবাদকে ইসলামী আইনের সীমার মধ্যে আনিয়া ইহাকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিত। মালিকগণের অতিলাভ বা পুঁজি খাটানোর প্রকারভেদ হইতে অদ্ভুত যে কোন শোষণ নিষিদ্ধ করিত। ইসলামী নীতি যাহা এ সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে আর তাহার দ্বারা শ্রমিকদিগকে মালিকদের সহিত লাভের অংশ বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন মালিকী আইনের প্রবক্তা শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে লাভের সমানাধিকার দিয়াছেন—'নিয়োগকারী সম্পূর্ণ পুঁজি দান করে এবং শ্রমিকগণ কাজে সম্পূর্ণ শ্রম দান করে'—উভয় পক্ষের কার্যকারীতা সমান এবং তদনুসারে উভয়পক্ষ লাভের সমাংশের অধিকারী হইবে।

উপরে বর্ণিত নীতি ইসলামের সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গভীর গুরুত্ব দানের কথাই প্রমাণ করে। সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এইরূপ গুরুত্ব আরোপ ইসলাম স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই করিয়াছিল। ইহা কোন সাময়িক সংকটের নিরাকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত হয় নাই অথবা শ্রেণী বিশেষের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ফল স্বরূপও উদ্ভূত হয় নাই। কোন কোন আধুনিক অর্থনীতির প্রবক্তাদের মতে এই সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট সমস্যাদির একটা সহজ সমাধান-প্রচেষ্টা বৈ আর কিছুই নয়।

প্রাথমিক যুগে শিল্প, সাধারণ হস্তশিল্পরূপে অতি অল্প লোকের সাহায্যে

অতি সাধারণ ও সরলভাবে সামান্য কারখানাতে পরিচালিত হইত। উপ-রোল্লিখিত নীতি শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিত। এই প্রথা ইউরোপে কখনও প্রচলিত ছিল না।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, পুঁজিবাদের উন্নতি ইহার প্রাথমিক প্রগতিশীল অবস্থা হইতে ইহার বর্তমান রুগ্ন অবস্থা পর্যন্ত ক্রমবর্দ্ধিত জাতীয় ঋণের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের ঋণের অনুকরণে ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। ব্যাংকগুলি অল্প সুদে টাকা-পয়সার লেনদেন এবং অগ্রীম ঋণদান করে। নিঃসন্দেহে এই ধরনের ঋণদান এবং ব্যাংকের অধিকাংশ কার্য-কলাপ সুদের উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালিত হয়। সুদ-প্রথা ইসলামে হারাম ও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত গুরুতর প্রতিযোগীতা পুঁজিবাদের অপর একটি স্বাভাবিক ধর্ম। এই প্রতিযোগীতা ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয় অথবা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আপন আপন অস্তিত্ব হারায়। এইভাবে একচেটিয়া ধনাধিকারের সৃষ্টি হয়। একচেটিয়া ধনাধিকারও ইসলামে নিষিদ্ধ।

নবী করিম (সঃ) এক হাদীসে বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ধন জমা করে সে পাপী।" ইসলাম সুদ এবং একচেটিয়া ধনাধিকারকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে। এমতাবস্থায় ইসলামের আইন কানুন মানিয়া পুঁজিবাদের উন্নতি এবং তাহার তিষ্টিয়া থাকা অসম্ভব হইত। শোষণ, ঔপনিবেশিকতা ও যুদ্ধে জড়িত হওয়া পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

আধুনিক শিল্পের কি অবস্থা হইত যদি ইহা ইসলামের নিয়-মাধীনে জন্মলাভ করিত ?

ছোট ছোট কারখানায় পরিচালিত শিল্প ইউনিটগুলির লাভ যদি নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকগণের মধ্যে ভাগ হইত তবে তাহা ইসলাম নিষিদ্ধ করিত না। এই নীতিতে পরিচালিত কারখানায় বরং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ইউরোপের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই ক্ষেত্রে (নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকগণের মধ্যে) তাহাও উন্নততর হইত। ইহা ইসলামের মৌলিকনীতি মোতাবেক হইত যে নীতি নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকগণের মধ্যে লাভের সমান অংশ অনুমোদন করে।

এইভাবে ইসলাম সুদ ও একচেটিয়া ধনাধিকারের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এবং শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও শোষণ যা পুঁজিবাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া শ্রমিকগণ ক্লেশ ভোগ করে এবং দারিদ্র ও অবমাননার গভীর আবর্তে পতিত হইয়া হাবুডুবু খায়।

এরূপ ধারণা করা মূর্খতারই পরিচায়ক হইবে যে, প্রথমে কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা, শ্রেণীবিশেষের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং আর্থিক চাপে না পড়িয়া ইসলাম উপরুল্লিখিত ধরনের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতনা এবং পরিশেষে আইন-কানুনের পরিবর্তন ও পরিশোধন করিতে বাধ্য হইত। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলাম দাসত্ব প্রথা, সামন্তপ্রথা ও প্রাথমিক পুঁজিবাদ প্রথায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সকল জাতির অগ্রণী। এই সকল ক্ষেত্রে ইসলাম কোন বহিরাগত চাপে পড়িয়া কার্য করে নাই বরং ঐচ্ছিকভাবেই এবং বিবেক-বুদ্ধির অনুপ্রেরণায় এবং ইহার স্বকীয় সনাতন ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায় বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছিল—যাহার প্রতি কমিউনিষ্ট লেখকগণ অবজ্ঞা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ এই যে, আদর্শ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়া নিজেই সরাসরি মধ্যবর্তী পুঁজিবাদের আশ্রয় না লইয়াই সামন্ত প্রথা হইতে কমিউনিজম (সাম্যবাদ) প্রথায় উপনীত হইয়াছিল। এইভাবে রাশিয়া কার্ল মার্ক্স-এর নীতির অনুসরণ করিয়া মার্ক্সের মতবাদকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলেন,—উন্নতিকামী প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে ইসলাম উপনিবেশিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লোকদিগকে বেশী খাটাইয়া কম মজুরী দান এবং পুঁজিবাদ হইতে উদ্ভূত অন্যান্য কুফলের বিরোধিতা করে। অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন অথবা অন্য দেশের অধিবাসীদিগকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। ইসলাম একমাত্র নিজ দেশের উপর আক্রমণ প্রতিরোধার্থে অথবা আল্লাহর বাণী শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করিতে যাইয়া যে ক্ষেত্রে অপর পক্ষের সশস্ত্র আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থে অস্ত্রধারণ করা অনুমোদন করে।

কমিউনিষ্টগণ এবং তাহাদের মতানুসারীগণ বলে যে, মানব জাতির উন্নতি বিধানে উপনিবেশবাদ একটি অনিবার্য ও অপরিহার্য অংশ। তাহারা ইহাও

বলে যে, ঔপনিবেশিকতা কোন মতবাদ বা নৈতিক আদর্শ দ্বারা রোধ করা অসম্ভব। কেননা, ইহা বস্তুতঃপক্ষে একটি অর্থনৈতিক পরিদৃশ্যমান পরিস্থিতি। ইহা শিল্পোৎপাদনকারী দেশের মজুত ও অতিরিক্ত উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের বিদেশে প্রয়োজনীয়তা হইতে উৎপন্ন হয়।

বলা বাহুল্য যে, ঔপনিবেশিকতার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে ইসলাম এরূপ অযৌক্তিক মতবাদকে কখনও অনুমোদন করিতে পারে না। এমনকি কমিউনিষ্টগণ নিজেরাই স্বীকার করে যে, রাশিয়া তাহার অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা, শ্রমিকদের দৈনিক কার্য-সময় তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিয়া সমাধান করিবে। যে মীমাংসার পন্থা কমিউনিষ্টগণ আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে তাহা অন্য পদ্ধতিতেও করা যাইতে পারে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ঔপনিবেশিকতা প্রাচীন জাতিসমূহের মানসিক প্রবণতা ও অবৈধ লোভ হইতে উৎপন্ন, ইহার কোন যৌক্তিকত নাই। ইহা পুঁজিবাদের সংশ্রবে জন্ম গ্রহণ করে নাই। কিন্তু পুঁজিবাদ আধুনিক যুগের ধ্বংসকে অস্ত্রবলে পূর্বাধিক পাশবিক করিয়া তুলিয়াছে। রোমান ঔপনিবেশিকগণ তাহাদের অনুরূপ বর্তমান কর্মীদের অপেক্ষা পরাজিতদের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠুর ও পাশবিক ব্যবহার করিত। ইহা অতি স্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ।

ইতিহাস আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে, ইসলাম যুদ্ধ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ নীতির অনুসরণ করে। ইসলাম যুদ্ধে সর্বদাই অন্য জাতিকে শোষণ এবং পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার কার্য হইতে মুক্ত। অতএব যদি শিল্প আন্দোলন ইসলামী দেশে আত্মপ্রকাশ করিত তাহা হইলে ইসলাম নিজ দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা যুদ্ধ কিম্বা ঔপনিবেশিকতার আশ্রয় নিরপেক্ষ হইয়াই সমাধান করিত। অধিকন্তু ইহাও বলা যায় যে, অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা পুঁজিবাদের আধুনিক আকৃতি প্রকৃতিরই ফল। সহজ কথায় বলা যায় যে, যদি পুঁজিবাদের মৌলিক নীতি পরিবর্তিত ও পরিশোধিত হয় তাহা হইলে এই সমস্যাবলীর উদ্ভব হইবে না।

বিপরীতক্রমে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক তাঁহার শাসিত রাজ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হস্তে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত হইয়া থাকিবে আর অধিকাংশ লোক

দরিদ্র এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ বিমুখ হইয়া দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিবে—এতদবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের প্রতি নির্দ্দেশ ও ধর্মতঃ তাঁহার কর্তব্য। এইরূপ ধনসঞ্চয় ইসলামের পরিপন্থী। ইসলামে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—রাজ্যের ধন-সম্পদ সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন ও বিতরণ করার জন্য। তাহা না হইলে এই ধন-সম্পদ কেবলমাত্র ধনীদের হস্তে সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত হইয়া থাকিবে—অপরদিকে অধিকাংশ লোক দরিদ্র ও রিক্তহস্ত হইয়া যাইবে। ইসলামী রাজ্যের শাসকদের উপর তাঁহার গণ্ডির মধ্যে 'শরাহ' (ইসলামী আইন) কাহারও প্রতি অবিচার বা ক্ষতি না করিয়া, প্রচলিত ও প্রতিফলিত করার ভার দেওয়া হইয়াছে ; পূর্ণ ও অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আল্লাহতাআলার আইন মোতাবেক—যে আইনে ধন পুঞ্জিভূত করা নিষেধ করা হইয়াছে।

আমরা এই সম্বন্ধে উত্তরাধিকার আইনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারি—যাহাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহতালার আইনের নির্দেশ মতে যেন যথাযথভাবে বণ্টন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ যাকাতের আইনের কথাও বলা যাইতে পারে—যাকাত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মূলধন ও লাভের শতকরা আড়াই ভাগ প্রতি বৎসর দরিদ্রদের জন্য পৃথক করিয়া দিতে হইবে। ইসলাম স্পষ্টভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—যাহা অস্বাভাবিক ধন-সঞ্চয়ের মৌলিক উৎস-সমূহের অন্যতম। তাছাড়াও ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে সমাজের সদস্যদের শোষণ না করিয়া বরঞ্চ পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একে অপরকে সাহায্য করিতে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে,আল্লাহর রসুল (সঃ) রাষ্ট্রের শাসকগণের জন্য জীবন-যাত্রার মৌলিক প্রয়োজনসহ কতকগুলি মৌলিক বিধান দিয়াছেন। তিনি বলেন, "যদি এমন কোন ব্যক্তি আমাদের রাজ্যের কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়, যাহার বিবাহিতা স্ত্রী নাই—তাহাকে একজন স্ত্রী রাষ্ট্রের খরচে দিতে হইবে ; যদি তাহার বাস্তভিটা না থাকে তাহাকে একটি বসবাস করিবার ঘর দিতে হইবে, তাহার চাকর না থাকিলে একটি চাকর দিতে হইবে ; যদি তাহার

কোন জন্তু (চড়িয়া যাতায়াতের উষ্ট্র) না থাকে—তবে তাহাও তাহাকে দিতে হইবে।

এইরূপ প্রতিশ্রুতি কেবল উচ্চস্তরের রাজ কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। এইগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন এবং প্রাপ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বায়তুলমাল বা রাজকোষ উহাদের ভরণ-পোষণের জন্যও দায়ী, যাহারা বার্দ্ধক্য, অসুস্থতা বা শৈশবস্থার দরুণ কাজ করিতে অসমর্থ। যাহারা সংগতির অপ্রতুলতার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুগুলি আহরণে অসমর্থ, তাহাদের প্রয়োজনীয় সংস্থান করার জন্যও বায়তুলমাল দায়ী।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি রাজ্যের কর্মচারীবৃন্দের জন্য রাজসরকারের দায়িত্বের প্রতি বিশেষ ও সর্বতোভাবে গুরুত্ব দান করিতেছে। কর্মচারীদের উক্তরূপ প্রয়োজনসমূহ মিটাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে—প্রকৃত প্রয়োজন সেই নীতি অবলম্বন করা যাহা জাতির সমগ্র সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রের লাভ লোকসান সমভাবে বণ্টন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কর্মচারীদের উক্তরূপ প্রয়োজন মিটাইয়া ইসলাম তাহাদিগকে শোষণ প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে যাহাতে সকলেই সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করিতে পারে।

প্রতীচ্যের "সভ্য" দেশসমূহে অধুনাতম প্রগতিশীল আকারে আত্মপ্রকাশ করা দানবীয় ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির পুঁজিবাদকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামী আইন-কানুন—যাহা মৌলিকভাবে 'শরাহ' দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসার জন্য শরিয়তের গণ্ডির বাহিরে না যাইয়া ফেকাহর দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটিই পুঁজিবাদকে শ্রমিকের শ্রমের তুলনায় অপ্রচুর পারিশ্রমিক দিতে বা শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করিতে দেয় না। পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিকতার যুদ্ধ এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা প্রভৃতি সকল প্রকার কুআচার ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

ইসলাম শুধু অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন ও বিধান প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ইসলাম আইন প্রণয়নের সহিত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির প্রয়োগ বিধান করিয়াছে। অথচ কমিউনিষ্টগণ ইহাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কারণ তাহারা দেখে যে, এইগুলির কোন চাক্ষুষ ও ব্যবহারিক ফল দেখা যায় না।

কিন্তু ইসলামে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বাস্তব মূল্যবোধ হইতে পৃথক করিয়া বিবেচিত করে না। ইসলামের বিশিষ্ট নীতি আত্মার শুদ্ধি সাধন ও জাতিকে একসূত্রে বন্ধন ও সমন্বয় সাধন করা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার অদ্বিতীয় ঐক্যতানের ও সংযুক্ত করার পদ্ধতি ইসলামের আছে। কিন্তু ইসলামে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন হইতে পৃথক নয়। ইসলাম ইহার আইন সমূহকে বিধিবদ্ধ করিয়াছে এমন নৈতিক ভিত্তির উপর যাহাতে নৈতিক মূল্যবোধ সর্বদাই এবং সর্বাবস্থায় আইনের সহিত খাপ খায়। এইভাবে উভয় পক্ষ পরস্পরের পরিপূরক হয়—পারস্পরিক সংঘর্ষ বা বিচ্ছেদের উর্ধে।

ইসলামী নৈতিকতা সর্ব প্রকার বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় সেবা পরায়ণতাকে নিষেধ ও নিরুৎসাহিত করে। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় সেবা পরায়ণতা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে ধন সম্পদের সঞ্চয়ন হইতে জন্ম লাভ করে অর্থাৎ ধনী-সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ অতি বিলাসী ইন্দ্রিয়সেবা পরায়ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইসলাম শ্রমিকগণের প্রতি অবিচার ও প্রবঞ্চনা করিতে নিষেধ করে। শ্রমিকগণের প্রতি অবিচার করা ধনসঞ্চয়ীর মনোভাবের এমন একটি বহিঃপ্রকাশ যাহা নিশ্চিতরূপেই নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। আল্লাহতালার রাস্তায় নিজ নিজ ধন ব্যয় করিতে লোকগণকে ইসলাম উৎসাহিত করে। এমনকি যদি তাহাতে কোন ব্যক্তির সর্বসম্পদও নিঃশেষ হইয়া যায়। এই আহ্বানের কারণ এই যে, ধনীগণ আল্লাহর রাস্তা অপেক্ষা নিজের জন্য বেশী ধন খরচ করিবে, অপর দিকে জাতির অধিকাংশ লোক দারিদ্র ও বঞ্চনার আবর্তে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইবে, ইহা ইসলাম অনুমোদন করেনা।

ইসলামের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের উদ্দীপনা সাধন মানুষকে আল্লাহতালার নৈকট্য লাভ ঘটায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায়-চেষ্টিত হইয়া ও পরকালে আল্লার প্রতিশ্রুতির আশায় আশান্বিত হইয়া পার্থিব সকল আমোদ-প্রমোদ ও লোভ-লালসার ব্যাপার প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহান্বিত করে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহতালার সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিতে আগ্রহী হয় এবং পরকাল ও বেহেস্ত-দোজখ আছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সেই ব্যক্তি উম্মাদের মত ধনসঞ্চয়ের জন্য কখনও ধাবিত হইবে না অথবা অপরকে শোষণ বা অপরের প্রতি অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইয়া নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য আগ্রহান্বিতও হইবে না।

এইভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে, যে আইনের উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে দমন করা। ফলে যখন উক্তরূপ আইন প্রাণীত হয় বা হইবে তখন নিশ্চয় এই সকল আইন প্রণয়ন পরকালের শাস্তির ভয়ে করা হয় না বা হইবে না। বরঞ্চ প্রণেতাগণ আপন বিবেক বুদ্ধির অনুপ্রেরণাতেই প্রণয়ন করিবে।

পরিশেষে স্পষ্টভাবে বলিতে হয়, যে বিকৃত পুঁজিবাদ আধুনিক যুগে ইসলামী বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; তাহা ইসলামের অংশ নহে; ইসলামের নামে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানগণকে শাসন করিতেছে। ফলে ইহার মন্দ পরিণামের জন্য ইসলামকে দায়ী করা চলেনা। ইসলাম এই দোষ হইতে মুক্ত। ইসলামী বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত পুঁজিবাদ প্রথা ইসলামের অংশ নয় এবং ইসলাম ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

———

IFP- 7980- PI628- 10250- 30-3-198